মেহেরপুরে ৮ টি মামলার আসামীসহ ২ জন আটক, ৬ গ্রাম হেরোইন জব্দ

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৬ গ্রাম হেরোইন ও ৮ টি মামলার আসামীসহ দুই মাদক বিক্রেতা আটক হয়েছে।
এরা হলেন, সাইফুল ইসলাম(৪০) ও কামরুজ্জামান(৩০)।
সোমবার (২৫ জুলাই) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।
মেহেরপুর সদর থানার এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে এ এস আই ইব্রাহিম বিশ্বাস ও এএস আই মোহাম্মদ মাহবুব সহ-সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।
আটককৃত সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকার মানারুল ইসলামের ছেলে এবং কামরুজ্জামান মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার মৃত আব্দুল মুমিন শেখের ছেলে। দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আটক সাইফুল ইসলামের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটটি মামলা রয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে মামলা তুলে না নেয়ায় হুমকী

মামলা তুলে না নেয়ায় বড়ভাই আব্দুল ওহাবকে হত্যার হুমকী প্রদান করে তাকে এক রকম গৃহবন্দী করে রেখেছে ছোটভাই মিনারুল ইসলাম। পারিবারিক কলহের জের ধরে বড়ভাই আব্দুল ওহাবকে কুপিয়ে জখম করলে আব্দুল ওহাব গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলা তুলে নিতে অব্যাহত চাপ দিচ্ছে মিনারুল। এমনই অভিযোগ করেছেন আব্দুল ওহাব। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনীর হেমায়েতপুর গ্রামে। ওহাব ও মিনারুল ওই

গ্রামের বুদুই বিশ্বাসের ছেলে।

আব্দুল ওহাব জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে গত ২৪/০৬/২২ ইং তারিখে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা মিনারুলকে আটকের জন্য বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় মিনারুলকে না পেলেও তার বাড়ি থেকে ৫টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মিনারুলের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় আরো একটি মামলা হয়।

আব্দুল ওহাব আরো জানান, মামলা করার পর আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে মিনারুল। এ মামলা তুলে নেয়ার জন্য অব্যাহত হুমকী প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এক বিঘা মরিচ ক্ষেতসহ পাট ক্ষেত কেটে দিয়েছে। ভায়ের হত্যার হুমকীতে মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না বলে জানান তিনি। একই সাথে পুলিশ বাহিনীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মিনারুলকে গ্রেপ্তারের জন্য।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মিনারুলকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চলছে। অনতি বিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬, ৩টি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন মামলার ৬ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন, সদর থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (২০ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক,মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলার ২ জন রয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামরির ঘটনায় দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ জন। সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২। এবং মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন আসামী গ্রেফতার করে।

এদিকে গাংনী থানায় মারামারী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২টি ও মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আসামীদের আজ বুধবার (২০ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

মুজিবনগরে ধর্ষণের ভিডিও প্রকাশের হুমকি, দুই যুবক গ্রেফতার

মুজিবনগরে ধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ায় অভিযোগে দায়ের করা মামলায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের সামিয়েল মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল (৬০)ও একই গ্রামের বিভুদান মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল(২৫)।

রবিবার (১১ জুন) দিবাগতরাতে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টীম বল্লভপুর গ্রামের তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুইজনকে গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার (ওসি) রাসেল মেহেদী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি মেহেদী রাসেল জানান, বল্লভপুর গ্রামের ভিকটিমকে খোকন মন্ডল ও সবুজ মন্ডল দীর্ঘদিন যাবৎ কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত বছরের ২১ডিসেম্বর দিবাগত রাত অনুমান ৯ টার দিকে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সবুজ মন্ডলের ঘরে ডেকে নেয় ভিকটিমকে।পরে সেখানে ভিকটিম কে সবুজ বাইরে চলে আসে। এসময় খোকন মন্ডল ভিকটিমকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। এসময় পরিকল্পিতভাবে ধর্ষনের সেই দৃশ্য সহযোগী সবুজ মন্ডল গোপনে ভিডিও ধারণ করে।এঘটনার প্রায় ছয় মাস পর চলতি মাসের ৬ তারিখ দুপুরের সেই ধারনকৃত আপত্তিকর ভিডিও মোবাইলে ফোনে শেয়ারের মাধ্যমে এলাকায় ছড়িয়ে দেয়।

খোকন মন্ডলকে ধর্ষণের অভিযোগে এবং সবুজ মন্ডলকে পর্ণগ্রাফি আইনে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

এ ঘটনায় ভিকটিম বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মুজিব নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।যার মামলা নং ২২। থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

আটক খোকন মন্ডল ও সবুজ মন্ডলকে থানায় এনে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা তদন্তের নির্দেশ

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে স্থানীয় ইউপি

সদস্যের বাড়িতে শালিস বিচারের নামে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায়ের ঘটনা দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা ও পরের দিন কয়েকটি অনলাইন মিডিয়াতে প্রকাশ হওয়ার পর মেহেরপুর আমলী আদালত (সদর) সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছেন।এবং একই সংগে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছেন।
ওই ঘটনা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় “গাংনীতে দেড় লাখ টাকার বিনিময় বড় বোনকে সংসার করতে দিলেন মমতাজ”শীরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি নজরে আসার পর মহেরপুর আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে এ রুল জারি করেন।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকালে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুল ইসলাম বেতবাড়িয়া গ্রামে তার নিজ বাড়িতে শালিস বৈঠক করেন। এসময় কাজিপুর ইউনিয়নের আরেক ইউপি সদস্য ফুল চাঁদসহ এলাকার বেশ কয়েকজন ব্যাক্তিবর্গ ওই শালিস বৈঠকে বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল ইসলা কে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেন। এসময় নগদ ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন ও বাকী ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য সময় বেধে দেন তারা।
সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল মোল্লার সাথে পরোকীয়ার জের ধরে শালিকা মমতাজ খাতুন চলে যায়। এঘটনায় ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান ও ফুলচাঁদ শালি দুলাভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বসে গ্রাম্য সালিশি। এতে দেড়লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। ওই টাকা দেয়া হয় শাহাবুলের শশুর কাজিপুর গ্রামের মজিবর রহমানকে।
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি মোবাইল ফোনে তদন্তের একটি কপি পেয়েছেন। মূল কপি পেলেই তদন্ত শুরু করবেন।

গাংনীতে দুই ভাই খুনের ঘটনায়

আতিয়ার রহমানসহ ৬৬ জনকে আসামি করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামের জোড়া খুনের ঘটনায় সদস্য প্রার্থী ও উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানকে কে প্রধান করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

নিহতের ভাই বেল্টু মিয়া বাদী হয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দেড়টার দিকে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আসামীদের গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে। গ্রেফতার এড়াতে প্রধান আসামী আতিয়ার রহমানসহ সবাই গা ঢাকা দিয়েছেন।

গত ৮ নভেম্বর রোববার সকালের দিকে কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থী আজমাইন হোসেন টুটুল পশ্চিমপাড়া এলাকায় ভোট চাইতে যান। ফিরে আসার সময় প্রতিপক্ষ মেম্বর প্রার্থী আতিয়ার রহমানসহ তার ভাই মহব্বত আলীর নেতৃত্বে আরও কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় তারা আজমাইন হোসেন টুটুলকে কুপিয়ে মারাত্বক আহত করেন।

খবর পেয়ে টুটুলের মামাত ভাই সাহাদুল ইসলাম ও জাহারুল ইসলাম তাকে বাঁচাতে ছুটে যায়। সেখানেই জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। তাদের উদ্ধার করতে গেলে আরো ১৫/২০ জনকে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে নিহতদের অপর ভাই এনামুল ইসলাম নইলুকে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই মাইলমারী গ্রামের রাস্তার উপর রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া ২০০৯ সালে অপর ভাই সেন্টু হোসেনকে শালিস বৈঠক চলাকালে কুপিয়ে হত্যা করে। মেম্বর প্রার্থী হলে আজমাইন হোসেন টুটুলকে ও হত্যা করার আগাম হুমকী দিয়েছিলে আতিয়ার রহমান।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল বৃস্পতিবার গাংনী উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে বর্তমান সদস্য আজমাইন হোসেন

টুটুল ও সাবেক সদস্য আতিয়ার রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তফসিল ঘোষনার পর থেকেই গ্রামের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আতিয়ার রহমান প্রতিপক্ষ টুটুলকে হত্যা করারও ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন টুটুলের পক্ষের লোকজন। সাহাদুল ও জাহারুল জোড়া খুনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হলো সে হুমকী।

গাংনীতে ব্যাংকের এজেন্টকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল ইসলামকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার নিহতের ভাই আরফান আলী বাদী হয়ে কয়েকজন অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান, খাদেমুল ইসলামকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তার ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ৩০। তারিখ ২৭-০৮-২০২১ ইং। মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে তদন্তে এখন পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে। হত্যাকান্ডের ঘটনায় জড়িতদের সনাক্ত পূর্বক দ্রত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আমঝুপি-গাড়াডোব সড়কের গাড়াডোব এলাকায় ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যার্থ হয়ে গুলি করে খাদেমুল ইসলামকে হত্যা করে। খাদেমুল ইসলাম খুন হলেও তারে কাছে থাকা ব্যাগে ৪৬ লাখ টাকা অক্ষত থাকে।

ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর প্রেসের সম্পাদক জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুর প্রেস নামক অনলাইন নিউজ পোর্টালের সম্পাদক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের তবিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বাদি হয়ে এ মামলা করেন। যার মামলার নম্বর ১৯। মামলার অপর আসামীরা হলেন- সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে মহাসিন, ওমর আলীর ছেলে মফিজুর রহমান, হযরত আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন, খোকনের ছেলে লাল্টু, জিল্লুর রহমানের ছেলে আরিফুল এবং নসিমদ্দীনের ছেলে সাইদুর রহমান।
বাদির অভিযোগ, তিনি এক্সকাভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটার ব্যবসা করেন। এ সূত্র ধরে মেহেপুর প্রেস সম্পাদক মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিন যাবৎ তার কাছে চাাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় মিজানুর রহমান জনি তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে। যে কারণে তিনি চাঁদাবাজির অভিযাগ তুলে মিজানুর রহমান জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলার করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলাটি রেকর্ড করার পর এসআই আবদুল্লাহকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে মামলার ১ নম্বর আসামি মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মাটি কেটে বিক্রি করার করার লাইভ প্রচার করার কারণে আমাকে ১ নম্বর আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বাকি ৬ আসামিরা বাদির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ছিলেন।